তীর্থ পরিক্রমা ২০২৪

(তারিখ: ১০-২৪ মার্চ ২০২৪ খ্রি.)

Mayapur, Gaya, Vrindavan, Haridwar, Ayodhya, Kashi, Kolkata

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১/আই পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

প্রকাশক :

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা

প্রকাশকাল :

২৬ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১০ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সংকলনে :

শ্রী প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস
উপপরিচালক, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সম্পাদনায় :

ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল
(উপসচিব)
সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সহযোগিতায় :

- শ্রী সুব্রত পাল
- শ্রী তপন কুমার সেন
- শ্রী অংকন কর্মকার
- অধ্যাপক নিমাই রায়
- শ্রী অমল কান্তি দাশ
- শ্রীমতী ববিতা রানী সরকার
- বীর মুক্তিযোদ্ধা অনিল কুমার দাস
- বীর মুক্তিযোদ্ধা উদয় শংকর চক্রবর্তী
- শ্রী উত্তম চক্রবর্তী রকেট

মুদ্রণে :

অমি প্রিন্টার্স
১১০ ফকিরাপুল, আলিজা টাওয়ার (৭ম তলা), ঢাকা
মোবাইল: ০১৭২৬৯৪৬৮৮১

মোঃ ফরিদুল হক খান এমপি
মন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শুভেচ্ছা বাণী

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আগামী ১০ মার্চ ২০২৪ খ্রি. থেকে ২৪ মার্চ ২০২৪ খ্রি. পর্যন্ত ভারতের মায়াপুর, গয়া, কাশী, মথুরা ও বৃন্দাবন, হরিদ্বার ও অযোধ্যা তীর্থযাত্রা কর্মসূচি গ্রহণ করায় প্রথমে আমি ট্রাস্টি বোর্ডকে সাধুবাদ জানাই। ট্রাস্টের এ কর্মকাণ্ড অবশ্যই প্রশাংসার দাবি রাখে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এ দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীরাও যে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করছে তীর্থযাত্রা তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অন্য সকল সম্প্রদায়ের ন্যায় হিন্দুধর্মীয় জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার এ অভিযাত্রায় দল-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের অব্যাহত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন অভিযাত্রায় ও সাম্পদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষায় সকলের অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য।

ভবিষ্যতে এ ধরণের তীর্থযাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে ও বিদেশে আরও তীর্থযাত্রার কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে-সে প্রত্যাশা রইল। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত এ তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে তীর্থ দর্শনের মাধ্যমে মনোস্কামনা পূর্ণ করে পুণ্য অর্জন করবেন সে কামনা করি।

শুভ হউক আজকের তীর্থযাত্রা সে প্রার্থনা রইল পরম করুণাময়ের কাছে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ ফরিদুল হক খান, এমপি)

সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাণী

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে বাংলাদেশে বসবাসরত চারটি ধর্মের (ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান) মধ্যে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাঁদের তীর্থক্ষেত্র মায়াপুর, গয়া, কাশী, মথুরা ও বৃন্দাবন, হরিদ্বার ও অযোধ্যা বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হয়ে ধর্মপালনে বিশেষ নজির স্থাপন করতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের লোকেরা যে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ তার প্রমাণ এ ধরণের আয়োজনই বলে দেয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভারত তীর্থযাত্রা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের সাফল্যে আরেকটি মাইলফলক সংযোজিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ভবিষ্যতে এ ধরনের আয়োজনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে আরও উৎসাহ প্রদান করা হবে।

যাঁদের প্রেরণায় এ মহতী কর্ম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

শুভ হোক এ তীর্থযাত্রা পরম করুণাময়ের নিকট এ প্রার্থনা রইল।

মুঃ. আঃ হামিদ জমাদ্দার

ভাইস-চেয়ারম্যান
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

শুভেচ্ছা বাণী

সনাতন ধর্মের অনুসারীগণ সরকারি ব্যবস্থাপনায় তীর্থভ্রমণ কার্যক্রমে এবার আরেকটি পালক লাগতে যাচ্ছে। প্রথম বারের মতো জয়শ্রী রামের রাম মন্দির দেখার সুযোগ পেতে তীর্থযাত্রীদের একটি দল নিয়ে ভারতে সনাতনধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করতে যাচ্ছে এ জন্যে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি পরম করুণাময়ের নিকট।

জননেত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বগ্রহণ করার পর তাঁরই নির্দেশে সরকারি খরচে ভারতে তীর্থযাত্রীদল প্রেরণ সম্ভব হওয়ায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ এক অনন্য নজির। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। এ ভ্রমণে আরও যাঁকে ধন্যবাদ না দিলে নিজেকে আপরাধী মনে হবে তিনি হলেন-আমাদের অভিভাবক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী। এছাড়াও মাননীয় ধর্ম সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ। এবারের তীর্থভ্রমণ প্রক্রিয়ায় হিন্দুদের নিকট বহুল পরিচিত ভারতের মায়াপুর, গয়া, কাশী, মথুরা, হরিদ্বার ও বৃন্দাবনসহ পথিমধ্যের উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহকে বেছে নেয়া হল। ১০ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত এ যাত্রা উপভোগ্য এবং ধর্মাচরণে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমাদের সাধ আছে কিন্তু সাধ্য সীমিত এই সীমিত আয়োজনের মধ্যে আজ আপনারা যাঁরা এ তীর্থযাত্রায় শরিক হলেন তাঁদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং আপনাদের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। আপনারা সাড়া দিলেই এ রকম আরও বহুযাত্রা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। আমার প্রত্যাশা আপনারা ট্রাস্টের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধিতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিবেন।

তীর্থযাত্রা শুভ হউক এবং ঈশ্বর সকল তীর্থযাত্রীকে নিরাপদে নির্বিঘ্নে ফিরিয়ে আনুক সে প্রার্থনা করি।

সুব্রত পাল

সচিব
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বাণী

ব্যস্তময় সংসার জীবনে আধ্যাত্মিক শান্তি অন্বেষণই প্রত্যেক মানব মনের পরম প্রত্যাশা। শান্তি অন্বেষণের লক্ষ্যে সনাতনী সদস্যগণ দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের এক পর্যায়ে ঐতিহাসিক তীর্থক্ষেত্র দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। এ উপলব্ধি থেকেই হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আয়োজন করে আসছে তীর্থভ্রমণের।

দেশের গণ্ডি ছেড়ে বিদেশের (ভারতের) মায়াপুর, গয়া, কাশী, মথুরা ও বৃন্দাবন, হরিদ্বার ও অযোধ্যা তীর্থযাত্রা মন্দিরসহ প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলো দর্শন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর নিকট থেকে ৫০% হিসেবে ত্রিশ হাজার টাকা গ্রহণ করা হয়েছে বাকী অর্থ ট্রাস্ট তহবিল থেকে প্রদান করে তীর্থ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এবারের তীর্থযাত্রায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অংশগ্রহণ করছেন ৩২ জন তীর্থযাত্রী।

তীর্থ কার্যক্রম পরচিালনায় যারা দায়িত্ব পালন করছেন আশা করি তাঁরা সফলতার সাথে এ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

এ কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় এবং আমার সহকর্মীগণ নানাভাবে উৎসাহ প্রদান করায় আমি তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরমেশ্বর ভগবান আমাদের সকলের মঙ্গল করুন।

ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল

তীর্থ পরিক্রমা ২০২৪ এর ভ্রমণসূচি

১ম দিন ১০/০৩/২৪ রবিবার সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির, ঢাকা রাত ১১.০০টায় শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির থেকে বাসে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা----

২য় দিন ১১/০৩/২৪ সোমবার ইমিগ্রেশন, ভারতে প্রবেশ ও মায়াপুরে গমন হোটেলে অবস্থান, মধ্যাহ্নভোজ ও বিভিন্ন মঠ মন্দির দর্শন এবং রাত্রীযাপন।

৩য় দিন ১২/০৩/২৪ মঙ্গলবার নবদ্বীপ ঘুরে এসে মায়াপুর থেকে গয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং গয়ায় পিন্ডদানসহ সকল তীর্থস্থান দর্শন এবং বৌদ্ধ গয়া দর্শন ও রাত্রীযাপন।

৪র্থ দিন ১৩/০৩/২৪ বুধবার গয়া থেকে বৃন্দাবন ----

৫ম দিন ১৪/০৩/২৪ বৃহস্পতিবার বৃন্দাবনে রাত্রিযাপন।

৬ষ্ঠ দিন ১৫/০৩/২৪ শুক্রবার বৃন্দাবনে রাত্রিযাপন।

৭ম দিন ১৬/০৩/২৪ শনিবার বৃন্দাবন থেকে মথুরা হয়ে হরিদ্বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা এবং হরিদ্বারে রাত্রিযাপন।

৮ম দিন ১৭/০৩/২৪ রবিবার হরিদ্বারে রাত্রিযাপন।

৯ম দিন ১৮/০৩/২৪ সোমবার হরিদ্বার থেকে অযোধ্যার উদ্দেশ্যে যাত্রা----

১০ম দিন ১৯/০৩/২৪ মঙ্গলবার অযোধ্যা হয়ে বেনারসে এসে রাত্রিযাপন।

১১ম দিন ২০/০৩/২৪ বুধবার বেনারসে রাত্রিযাপন।

১২ম দিন ২১/০৩/২৪ বৃহস্পতিবার বেনারস থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা----

১৩ম দিন ২২/০৩/২৪ শুক্রবার কলকাতায় রাত্রিযাপন।

১৪ম দিন ২৩/০৩/২৪ শনিবার দক্ষিণেশ্বর, বেলুর মঠ ও কালীঘাট ঘুরে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা--------সীমানা চেকপোষ্ট এর কাজ শেষে বিকালে বেনাপোল গমন ২৪/০৩/২৪ তারিখ ঢাকায় উপস্থিতি।

মায়াপুর

যে ইস্কন মন্দিরের দৌলতে মায়াপুরের আজ জগৎজোড়া নাম সেই মন্দির দিয়ে শুরু করো গৌরতীর্থ মায়াপুর দর্শন। প্রথমে চন্দ্রোদয় মন্দির। মনোহর বাগিচা পেরিয়ে মন্দির। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের জীবন আখ্যান প্রদর্শিত। ইস্কন মন্দিরের মূল ফটকের ডাইনে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীপ্রভুপাদের বর্ণাঢ্য স্মৃতিমন্দির।

ইস্কন মন্দির থেকে বেরিয়ে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ। এর পর অদ্বৈত ভবন, ২৯ চুড়োর শ্রীচৈতন্য মঠ এবং শ্রীবাস অঙ্গন তথা খোল ভাঙার ডাঙা। রয়েছে ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ মঠ, জন্মভিটে তথা শ্রীমন্দির। ২৯ চুড়োর মঠের উল্টো দিকে পুণ্যিপুকুর শ্যামকুণ্ড, একই চত্বরে রাধাকুণ্ড ইত্যাদি।

খোল ভাঙার ডাঙা, এ রকম নাম কেন? শ্রীচৈতন্যের ঘোর বিরোধী ছিলেন এ অঞ্চলের প্রশাসক চাঁদ কাজী তথা মৌলানা সিরাজুদ্দিন। ফতোয়া জারি করে শ্রীচৈতন্যের নামকীর্তন বন্ধ করে দেন তিনি। সেই নিয়ম অমান্য করেই শ্রীচৈতন্য সাঙ্গোপাঙ্গকে নিয়ে নামকীর্তন বের করেছিলেন। যে ডাঙাতে শ্রীচৈতন্যের খোল ভেঙেছিলেন চাঁদ কাজী সেটাই হল খোল ভাঙার ডাঙা। সেখানেই আজ শ্রীবাস অঙ্গন। দমেননি শ্রীচৈতন্য। সেই রাতেই মশাল নিয়ে সংকীর্তন শোভাযাত্রা করে চাঁদ কাজীর বাড়িতে গেলেন। তর্কযুদ্ধে বসলেন। শেষে নিমাইয়ের কাছে যুদ্ধে হার মেনে ভক্ত হলেন চাঁদ। এই চাঁদ কাজীর সমাধিও মায়াপুরের অন্যতম দ্রষ্টব্য। মূল মায়াপুর থেকে ৩ কিমি দূরে বামনপুকুর। সেখানেই চাঁদের সমাধিপীঠ এবং ৫০০

বছরের পুরনো গোলকচাঁপা গাছ। সব মিলিয়ে মায়াপুর বাঙালি, অবাঙালি, পশ্চিমবঙ্গ বাসী, ভিন রাজ্যের মানুষ থেকে বিদেশি সকলের কাছেই এই আকর্ষণীয়।

কলকাতা থেকে বাসে ৪ ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় মায়াপুর। অথবা শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে কৃষ্ণনগর, সেখান থেকে বাসে মায়াপুর। কৃষ্ণনগর থেকে ন্যারোগেজ লাইনে নবদ্বীপধাম স্টেশনে পৌঁছে নৌকায় জলঙ্গি পেরিয়ে আসা যায় মায়াপুর। অনেক সময়ে ট্রেনে নবদ্বীপ গিয়ে সেখান থেকে নৌকা করে ভাগীরথী পেরিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় মায়াপুরে। ইস্কনের বাসও কলকাতা থেকে মায়াপুর নিয়ে যায় নিয়মিত। ইস্কনের অতিথিশালাতেই রাত কাটানো যায়।

নবদ্বীপ

বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থান নবদ্বীপ। ভাগীরথীর পাড়ে নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রিষ্টাব্দে দোলপূর্ণিমায় আবির্ভাব শ্রীচৈতন্যদেবের। গঙ্গার প্রবাহ বদলে বিভ্রান্তি ঘটেছে জন্মভিটে নিয়ে। তবে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম আজকের নবদ্বীপে। জন্মভিটে নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটলেও ঘরে ঘরে গৌরাঙ্গপ্রভুর মন্দির। নবদ্বীপ জুড়ে একের পর এক মন্দির আর মঠের সারি। বিরাম নেই নাম সংকীর্তনের। সারা দিন ধরেই চলে দেবতার ভজন। রিকশা ভাড়া করে বা পায়ে পায়ে ঘুরে নেওয়া যায় মন্দিরগুলি।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত দার নির্মিত মহাপ্রভুর বিগ্রহ মন্দির, বুড়ো শিব, হরিসভা, পোড়ামাতলা মহাপ্রভু মন্দির, অদ্বৈতপ্রভু মন্দির, জগাই-মাধাই, শচীমাতা-বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মভিটায় নিত্যানন্দপ্রভুর মন্দির, বড় আখড়া, শ্রীশ্রী গোবিন্দজিউ, সোনার গৌরাঙ্গ, সমাজবাড়ি, বড় রাধেশ্যাম, রাধাবাজারে শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন, দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, মণিপুর পাড়ায় সোনার গৌরাঙ্গ। মন্দিরের উপনিবেশ যেন নবদ্বীপ পুরসভার হিসাবে ১৮৬টি মন্দির। হাওড়া-শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে যাওয়া যায় নবদ্বীপ। কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর গিয়ে সেখান থেকে বাসে যাওয়া যায়। অথবা কৃষ্ণনগর থেকে ন্যারোগেজ লাইনে নবদ্বীপধাম স্টেশনে পৌঁছে ফেরি পেরিয়ে নবদ্বীপে যাওয়া যায় বা সরাসরি বাসে নবদ্বীপে পৌঁছনো যায়। নবদ্বীপধাম স্টেশনের কাছে মিউনিসিপাল ট্যুরিস্ট লজ। এ ছাড়া শহর জুড়ে নানান বেসরকারি লজ, ধর্মশালা ও অতিথিশালা আছে। নবদ্বীপের প্রধান আকর্ষণ রাস উৎসব। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ধুমধামে পালিত হয় এই রাস মেলা। রাসে মূর্তিপূজায় বৈচিত্র আছে নবদ্বীপে।

গয়া

ভারতের বিহার প্রদেশে ফল্গু নদীর তীরে গয়া অবস্থিত। দেবতাদের যজ্ঞের জন্য গয়াসুর এখানে তার দেহ দান করেছিলে। গয়া হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান, এখানে শ্রীবিষ্ণুর মন্দির আছে। বিষ্ণুপদে পিণ্ড দিলে মৃত ব্যক্তির মুক্তি হয় তার আর পুনঃজন্ম হয় না। মৃত পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে গয়াতে পিণ্ড দেওয়া হয়। গয়াতে পিন্ড দান করা পুত্রের একটি বড় কর্তব্য। গয়া হিন্দুর পরম পবিত্র এবং প্রধান তীর্থস্থান। প্রাচীনকালে দ্বাপরের শেষ পর্যন্ত একে মগধ বলত। সে সময় রাজা জরাসন্ধ এখানে রাজত্ব করতেন। এস্থানে পিতৃপুরুষদের নামে পিণ্ডদান করা হয়। শৈলমালার শোভা গয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য। রামশিলা, ব্রহ্মযোনি ইত্যাদি পাহাড়ের দ্বারা বেষ্টিত। সমস্ত পর্বতের শিখরেই দেব-দেবীর মন্দির আছে। রামশিলা ৩০২ ফুট উচ্চ। এর উপরে উঠবার সিঁড়ি আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্রহ্মযোনি পর্বতের বিষয়ে লেখা আছে যে, গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি অক্ষুন্ন ও চিরস্থায়ী রাখার জন্য সম্রাট অশোক এর শিখরের উপর একটি স্তুপ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আর তার চিহ্নমাত্র নেই। ফল্গু নদী গয়াতীর্থের চরণ ধৌত করে দক্ষিণ হতে উত্তরে প্রবাহিত হয়েছে। এটি একটি পাহাড়ী নদী বিশেষ। এতে জলের পরিবর্তে মরুভূমি সদৃশ্য বালুকারেণু দেখতে পাওয়া যায়। তবে বিস্তর দেব-দেবীর মন্দির আছে, তার মধ্যে বিষ্ণুপাদ মন্দিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। এর নির্মাণকারিণী বিশ্ববিখ্যাত পূন্যময়ী মহারাণী অহল্যাবাঈ।

যখন গয়াসুর দৈব্য ব্রহ্মার দ্বারা যজ্ঞ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তপস্যা আরম্ভ করল তখন ব্রহ্মা তার মাথার উপর একখানা পাথর রেখে মুক্ত করলেন, সে স্থানে গদাধর নামে শ্রীভগবান প্রকট হয়ে সর্বদা বিরাজ করতে লাগলেন। সে স্থানে দেবতাদের সাথে যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণগণকে নানা প্রকার প্রচুর বস্তু দান করলেন। সে সময় হতে উক্ত ক্ষেত্রে অত্যন্ত পবিত্র বলে গণ্য হচ্ছে। পিতৃলোক সর্বদা মনে করেন যে, অনেক পুত্রের মধ্যে যদি একটি পুত্র গয়াক্ষেত্রে গিয়ে নীল বৃষোৎসর্গ, পিণ্ডদান, অন্নদান কিংবা যাহা কিছু সে দান করবে তাই হতেই পিতৃপুরুষগণ মুক্ত হবেন। তাছাড়া গয়াক্ষেত্রে পিতৃলোকদিগের নিমিত্ত পিণ্ডদান করা বিধেয় এবং নিজের জন্য তিলরহিত পিণ্ডদান করলে ব্রহ্মহত্যাদি ঘোর পাপ সকল হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে কোনো লোক কাহারও নাম গোত্র লইয়া গয়াতে পিণ্ডদান করেন সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করলে, কুরুক্ষেত্রে বাসের ফলপ্রাপ্তি হয়। যদি কেহ গয়াক্ষেত্রে যেয়ে শ্রাদ্ধ করে তা হলে তাকে অন্য কোন স্থানে বাস করবার প্রয়োজন হয় না। মলমাসে জন্মক্ষেত্রে বৃহস্পতিতেও গয়াশ্রাদ্ধ হয়ে থাকে। যদি ভ্রমক্রমে গয়াক্ষেত্রে মৃত্যু হইয়া যায় সে মুক্ত হইয়া যাবে এতে সন্দেহ নাই। গয়ায় গিয়ে ব্রাহ্মণভোজন অবশ্যই করাবেন, ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হলে পিতৃলোকও সন্তুষ্ট হয়ে থাকে। গয়াক্ষেত্রে মস্তক মুণ্ডণ করালে একশত এক কুল পর্যন্ত পিতৃলোক মুক্ত হয়ে যায়। গয়াক্ষেত্রে গদাধর ভগবানকে স্মরণপূর্বক পিতৃলোক যেই স্থানে থাকুক না কেন তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হবেন। গয়াতে পিণ্ডদান করার সময় কামক্রোধাদি অবশ্যই ত্যাগ করবেন এবং জীবমাত্রেই সম্পূর্ণ মঙ্গল কামনা করবেন। যে মানুষ তীর্থে গিয়ে নিজের মন অন্য দিকে ফিরাবে তার তীর্থযাত্রার ফল কখনও হয় না। গয়াক্ষেত্রের স্থানে স্থানে

তীর্থ আছে, এ কারণে গয়াক্ষেত্র সমস্ত তীর্থ হতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে গণ্য হয়ে থাকে। যদি কেহ মীন, মেষ, কন্যা, ধনু ও মকরের চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময় গয়ায় পিণ্ডদান করেন, তাহার ন্যায় ফল তিনলোকেও দুর্লভ।

মথুরা ও বৃন্দাবন

মথুরা একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। এখানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে। মথুরা ভারতের উত্তর প্রদেশে উপস্থিত। এ মথুরা নগরীতেই কংসের কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করে। যথুরার কাছেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবনেই কাটে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল এবং ছেলেবেলা। বৃন্দাবন আর মথুরা এ দুই জায়গাতেই শ্রীকৃষ্ণের বহু অলোকিক লীলা সংগঠিত হয়। অত্যাচারী রাজা কংসকে তিনি বধ করেন, কংসের মৃত্যুতেই মথুরায় শান্তি ফিরে আসে। মথুরা বা বৃন্দাবনে বহু কৃষ্ণলীলার চিহ্ন আছে। মথুরা ও বৃন্দাবন বৈষ্ণবদের অতি প্রিয় স্থান। আমরা যারা হিন্দু এঁদের উচিত মথুরা বৃন্দাবন ভ্রমণ করে ঐ সকল স্থান দর্শন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য পাওয়া বা তাঁর করুণা লাভ করা।

হরিদ্বার

ভারতের সকল ভ্রমণ স্থলগুলির মধ্যে হরিদ্বার অন্যতম একটি আকর্ষণীয় স্থান। এখানকার প্রাকৃতিক পটভমি ও মনোরম দৃশ্য আমাদের হৃদয়ে পরম আনন্দের সঞ্চার করে। এখানে প্রবাহিত গঙ্গা সকলের মনপ্রাণ প্রসন্ন করে। গঙ্গার নির্মল পবিত্র রূপ ও ধারা যেন জায়গাটিকে বিশ্বের প্রথম সারির ভ্রমণস্থলে পরিণত করেছে। ঋষি, মুনি, সিদ্ধ পুরুষদের আনাগোনায় এই তপস্যাভূমি সবসময় সরগরম থাকে। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণেই নয়, হরিদ্বারে একটি ধর্মীয় পটভূমিও রয়েছে।

প্রাচীন ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্যে এই জায়গাটি খুবই সমাদৃত। দেশের এবং বিদেশের ভ্রমণযাত্রী ও পর্য্যটকরা এখানে আসেন বহু দূর থেকে। গঙ্গার ধারে শান্ত সমাহিত পরিবেশে সময় কাটানোর জন্য হরিদ্বার, পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। যেমন নামেতে ধর্মীয় মাহাত্ম্য জড়িয়ে আছে, তেমনই এখানকার পর্যটন মাহাত্ম্যও কম নয়। এখানে অগণিত মন্দির, আশ্রম, শিবালয়, বন-উপবন, বাটিকা, পাহাড়, পর্বতীয় দেবালয় এবং তীর্থকেন্দ্র অবস্থিত। এখানে গঙ্গা, পর্বত প্রদেশ হতে কলকল শব্দ করতে করতে সর্বপ্রথম সমতলভূমিতে প্রবাহিত হয়। এজন্যই এ-স্থলের নামকরণ হয় গঙ্গাদ্বার। ভারতের অনেক প্রদেশ থেকে এখানে বেড়াতে আসেন বহুলোক হ্যাঁ পুন্য সঞ্চয়ীরা তো আছেনই। সুদুর বাংলা থেকেও প্রায় প্রতিদিন যাত্রীরা আসেন কেউ থাকেন ভারত সেবাশ্রমে কেউবা ভোলাগিরি আশ্রমে কেউ কেউ আবার অগ্রিম খোঁজখবর নিয়ে অবাঙ্গালি আশ্রমে বা গঙ্গা তীরবর্তী হোটেল গুলোতে। গ্রীষ্মের ছুটি চলাকালীন ভিড় বেশী হয় তবে ঐ সময় পাহাড়ে বৃষ্টি হওয়ার কারণে গঙ্গার জল ঘোলাটে হয়ে যায়। কাঁচের মত জল দেখতে হলে পুজোর পরই উপযুক্ত সময়। তবে ঐ সময় শীতকালীন জামাকাপড় সঙ্গে রাখতে হবে , সকাল বিকেল ঠাণ্ডা ভালোই পড়ে ।

বিল্বকেশর মহাদেব। দেবপুরা চৌক থেকে মনসা মন্দিরের দিকে যেতে বাঁহাতি পথ ধরে রেল পুলের তলা দিয়ে গিয়ে ডানহাতি পাহাড়ি পথ ধরে এগুলেই পৌঁছে যাবেন বিল্বকেশর মহাদেব মন্দির। দর্শন করে পুজো দিয়ে ঐ পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চললে পৌঁছে যাবেন ভোল্ানন্দ গিরি মহারাজের সাধন গুহায়। দক্ষমন্দির, সতীকুন্ড, সতীঘাট, অবধূত মন্ডল, আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম, গুরুদ্বারা গুরু অমর দাস, হরিহর আশ্রম, গঙ্গা ইত্যাদি বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। হরিদ্বারে যারা আসেন তারা জানেন যে, এখানে শুদ্ধ নিরামিষ ভোজনই পাওয়া যায়। ভাত, রুটি ছাড়াও দেশি ঘি-এর তৈরি অন্যান্য উপাদেয় খাবারও এখানে পাওয়া যায়।

বিল্বকেশর মহাদেবের দর্শন করে ঐ পথেই ফিরে এসে বড় রাস্তা পেরিয়ে গীতা ভবনের পিছনে মায়া দেবীর মন্দির দর্শন করা যায়। প্রচলিত বিশ্বাস মায়া দেবীর মন্দির দর্শন না করলে হরিদ্বার দর্শন সম্পূর্ণ হয় না। এই মন্দিরে মূল বিগ্রহ ছাড়াও দশ মহাবিদ্যার মূর্তি ও বীজমন্ত্র লেখা আছে।

গাড়ি ভাড়া করে কঙ্খল ঘুরে আসুন। দক্ষ মহারাজের প্রাসাদ তো দেখবেনই পথে পারদেশ্বর মহাদেব ও রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ দেখুন।

অযোধ্যা

শ্রী রাম জন্মভূমি মন্দির হল ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অযোধ্যায় নির্মিত একটি হিন্দু মন্দির। এটি রাম জন্মভূমিতে অবস্থিত, যা হিন্দু ধর্মবিশ্বাসীদের মতে হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দেবতা রামের জন্মস্থান।

মন্দিরটি খ্রিস্টীয় ১৬তম শতাব্দীতে নির্মিত বাবরি মসজিদের স্থানে নির্মিত হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে মসজিদের ভিতর রাম ও সীতার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল; মসজিদটি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে আক্রমণ করে ভেঙে ফেলা হয়। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে একটি রায় প্রদান করে। রায়ে বিতর্কিত জমিটি মন্দির নির্মাণের জন্য হিন্দুদের দেওয়া হয় এবং মুসলমানদের মসজিদ নির্মাণের জন্য অন্যত্র জমি প্রদান করা হয়। আদালত ভারতীয় পুরাতত্ত্বর পর্যবেক্ষণের একটি প্রতিবেদনকে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে, প্রতিবেদনে বলা হয় বাবরি মসজিদের নিচে একটি কাঠামোর উপস্থিতি পাওয়া গেছে, যেটি কোনও ইসলামি স্থাপনা নয়

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০২০ সালের ৫ই আগস্ট রাম মন্দির নির্মাণের সূচনার জন্য ভূমি পূজা (ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান) করেন। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হচ্ছে। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি রাম লালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উদ্বোধনের করা হয়। মন্দির চত্বরে সূর্য, গণেশ, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মন্দির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কাশী

পুরাকালে একদা ভৃগুমুনি বেরা নদীর তীরে সনান্দচিত্তে বসে ছিলেন, এমন সময় লোমশাদি ঋষিগণ তথায় সমাগত হয়ে বিনয়াবনত মস্তকে তাঁকে বললেন, 'হে ভগবান, ধর্মের সমস্ত মর্ম আপনি অবগত আছেন। অতএব, কি উপায়ে মুমূক্ষু ব্যক্তিগণ নির্বাণ বা মুক্তি অর্জন করতে পারে, তাহা কৃপাপূর্বক আমাদিগকে বলুন। তখন সে তত্ত্বদর্শী মুনিবর, বললেন, ' আপনাদের এ উৎকৃষ্ট প্রশ্নে আমি পরম প্রীতিলাভ করলাম। আপনারা যে প্রশ্ন করেছেন তার যথার্থ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে স্বয়ং ব্রহ্মারও অনেক সময় লাগে। যাহা হউক, তাঁর নিকট আমি যেরূপ শ্রবণ করেছি, তা আপনারা শুনুন-

কল্পনান্তে যখন যাবতীয় পদার্থের লয় হয়ে বহুকাল গত হল, তখন ভগবান শ্রীপতি পুনরায় সৃষ্টি করবার মানসে আকাশের সৃষ্টি করলেন, তৎপরে রায়ূ, ত্যেজ এবং জল ও জল হতে ক্ষিতির সৃষ্টি করবেন। পরে তিনি লীলাদহ ধারণ করলেন এবং তাঁর নাভিপদ্ম হতে ব্রহ্মা সৃষ্টি হলেন। ব্রহ্মা হতে ক্রমশ সর্বজীবেনর উৎপত্তি হল। তখন ব্রহ্মা ও নারায়ণের মধ্যে সৃষ্টিকর্তা কে এ বিষয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক এবং প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হল। এভাবে বহু বৎসর অতীত হবার পর তাঁদের সম্মুখে এক বিশাল জ্যোতির্লিঙ্গ আবির্ভূত হল এবং উভয়ে বিস্মিত এবং হতবুদ্ধি হলেন। ক্রমে সে লিঙ্গ এক পুরুষের আকার ধারণ করল। উভয়ে এ মুর্তিকে পরমপুরুষ জ্ঞানে স্তব করতে লাগলেন। তখন সে পরমপুরুষ বললেন, তোমরা একত্রে আমার লিঙ্গমুর্তি দর্শন করলে। ইহা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। এর নাম বিশ্বেশ্বর এবং ইহার অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স মুক্তির একমাত্র সাধন। এ জ্যোতির্লিঙ্গ বা বিশ্বেশ্বর যে স্থানে আবির্ভূত হল, সে

ক্ষেত্রে মানবগণ প্রবেশমাত্রই সমস্ত পাপ হতে মুক্ত হবে। এ ক্ষেত্র আমি কখনও ত্যাগ করে যাব না, এজন্য ইহাকে অভিমুক্ত বারানসী বলা হবে।

এখানে যারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে আমি তাদের কর্ণে তারক ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করব। তার পর মুনি ভৃগু পুনরায় বললেন, যে মুনিগণ- নারায়ণ এবং ব্রহ্মা জ্যোতির্লিঙ্গ মধ্যে যে পরমপুরুষ দর্শন করেছিলেন, তাই কাশীধামে নির্বাণদাতা বিশ্বেশ্বর এবং সে জ্যোতিই কাশীক্ষেত্র।

সত্যযুগে ভূরিদ্যুম্ন নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁর বহু সংখ্যক স্ত্রীর মধ্যে বিভাবরীর প্রতি তিনি বিশেষ আসক্ত ছিলেন। রাজকার্যে অবহেলার দরুন শত্রুরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে দখল করে নিল। তিনি বিভাবরীকে নিয়ে বনে পালিয়ে গেলেন। ক্ষুধা-পিপাসায় একান্ত অধীর হয়ে তিনি একদিন বিভাবরীকেই বধ করে তাহার মাংস ভক্ষণ করতে উদ্যত হলেন। সে সময়ে কয়েকটি সিংহ হঠাৎ সেস্থানে এসে পড়ায় রাজা পলায়ন করলেন এবং পথিমধ্যে কয়েকজন ব্রহ্মচারী ভিক্ষা শেষ করে কুটিরাভিমুখে যাচ্ছে দেখলেন। ভিক্ষান্নের লোভে রাজা তাদেরকের বধ করলেন। হঠাৎ তাদের যজ্ঞোপবীত দর্শনে রাজার জ্ঞানোদয় হয়। তিনি বুঝলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী হত্যা করে ঘোর পাপ অর্জন করেছেন। তখন তিনি শালঙ্কায়ন মুনির কাছে গমন করেন এবং মুনি তাঁকে উপদেশ দেন যে তিনি পাপ হতে মুক্তিলাভার্থে কাশীপুরীতে গমণ করুন। তথায় গমন করলে অগ্নিতে তুলার ন্যায় তাঁহার সমস্ত পাপ ধ্বংস হবে। তিনি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে কাশীতে প্রবেশমাত্রই ঐ বস্ত্র শুভ্র হয়ে যাবে। মুনির উপদেশে রাজা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর বস্ত্র শুভ্র হয়ে গেল। রাজাও পরম বিস্মিত হয়ে কাশীর মহিমা চিন্তা করতে করতে ভগবানের পূজা করতে লাগলেন।

দক্ষিণেশ্বর

দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির আক্ষরিক অর্থেই রানী রাসমণির স্বপ্নের মন্দির। জানবাজারের রানীর কথায়, কাশী যাওয়ার পথে স্বয়ং দেবী কালী তাঁকে স্বপ্নে এই মন্দির তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই মন্দির তৈরি করতে তখনকার দিনে রানীর খরচ হয়েছিল ৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ১৮৪৭-তে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়ে শেষ হয় ১৮৫৫-য়। ১০০ ফুটেরও বেশি উঁচু এই নবরত্ন মন্দিরের স্থাপত্য দেখার মতো। গর্ভগৃহে সহস্র পাপড়ির রৌপ্য-পদ্মের উপর শায়িত শিবের বুকে দেবী কালী দাঁড়িয়ে। এক খন্ড পাথর কুঁদে তৈরি হয়েছে এই দেবীমূর্তি।

কৈবর্ত্যের গড়া মন্দির --- তখনকার ব্রাহ্মণ সমাজ বয়কট করলেন। পূজারী হবেন না কেউ। অবশেষে হুগলির কামারপুকুর থেকে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় এলেন পূজারী হয়ে।

রামকুমারের পর তাঁর ভাই গদাধর দায়িত্ব নিলেন। কালে কালে গদাধর হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। সাধক রামকৃষ্ণের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরের এই মন্দির। তাঁর সারল্য ও মানবিক বোধের সংমিশ্রণে তিনি এখানে দেবী কালীকে ভবতারিণী রূপে উপাসনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাসও করতেন মন্দির প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি ঘরে, আজ যা মহাতীর্থ। রোজ হাজার হাজার দর্শনার্থী আসেন তাঁকে প্রণাম জানাতে। কাছেই পঞ্চবটি (অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, অশোক ও আমলকী)। এখানে নিয়মিত সাধনায় বসতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মন্দির চত্বরে ঢোকার আগে রয়েছে রানী রাসমণির মন্দির। আর গঙ্গার পাড় ধরে রয়েছে দ্বাদশ শিবমন্দির। সুবিস্তীর্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে আরেক দ্রষ্টব্য লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির।

বেলুর মঠ

মন্দির, মসজিদ ও গির্জা -- তিন ধর্মের উপাসনাস্থলের গঠনশৈলির মিশ্রণে তৈরি এই অসাধারণ মন্দিরটি। এটি সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদেরও একটি অনুপম নিদর্শন। মন্দিরের ভিতরে বিশাল উপাসনা কক্ষ। বেদীর উপর উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের শ্বেতমর্মর মূর্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র ৩৯টা বছর ছিল তাঁর পরমায়ু। এই ক্ষণজন্মা মানুষটি সারা বিশ্বে কী ব্যাপক আলোড়নই না তুলে দিয়ে গেলেন। ধর্মাচরণকে নতুন ভাবে দেখতে শেখালেন, নতুন ভাবে করতে শেখালেন। গঙ্গার পশ্চিম কূল, বারাণসী সমতুল। এই সেই জায়গা, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত অস্থি কাঁধে করে বয়ে এনে প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী বিবেকানন্দ। গোড়াপত্তন হল বেলুড় মঠের। স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৩৬-এ। ১৯৩৮ সালের ১৪ জানুয়ারি উদ্বোধন হয়।

কালক্রমে গড়ে উঠল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মূল দফতর। এই প্রতিষ্ঠান স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তাকে ছড়িয়ে দেওয়া ও আধ্যাত্ম-চর্চার পবিত্র হিসেবে বাঙালি সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ৪০ একর জমির উপর অবস্থিত মূল মঠপ্রাঙ্গণে রামকৃষ্ণ পরমহংস, সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবশেষের উপর অবস্থিত মন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশনের সদর কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসকে তুলে ধরার লক্ষ্যে একটি সংগ্রহশালা এখানে স্থাপিত হয়েছে। বেলুড় মঠ-সন্নিহিত একটি প্রাঙ্গণে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশন অনুমোদিত বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে মন্দিরের নকশা নির্মাণ করেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের অপর সাক্ষাতশিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত এই মঠের কালক্রমে গড়ে উঠল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মূল দফতর। এই প্রতিষ্ঠান স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তাকে ছড়িয়ে দেওয়া ও আধ্যাত্ম-চর্চার পবিত্র হিসেবে বাঙালি সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ৪০ একর জমির উপর অবস্থিত মূল মঠপ্রাঙ্গণে রামকৃষ্ণ পরমহংস, সারদা দেবী, স্বামী বিবেকানন্দের দেহাবশেষের উপর অবস্থিত মন্দির ও রামকৃষ্ণ মিশনের সদর কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়াও রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসকে তুলে ধরার লক্ষ্যে একটি সংগ্রহশালা এখানে স্থাপিত হয়েছে। বেলুড় মঠ-সন্নিহিত একটি প্রাঙ্গণে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ মিশন অনুমোদিত বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র। স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে মন্দিরের নকশা নির্মাণ করেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসের অপর সাক্ষাতশিষ্য স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত এই মঠের ধারেই এক দু'তলা বড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ থাকতেন। এই বাড়িতেই তিনি দেহ রাখেন। বিবেকানন্দের ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখতে বহু মানুষ এই বাড়িটিতে যান। ফলে একে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। গঙ্গার পাড় ধরে দক্ষিণ দিকে এগোতে একে একে পড়ে ব্রহ্মানন্দ মন্দির, মা সারদার মাতৃমন্দির, স্বামীজির মন্দির ও মহারাজদের সমাধি।

রামকৃষ্ণের স্মৃতিধন্য এই মন্দিরের শোভা দেখতে দেশবিদেশ থেকে বহু পর্যটক এখানে আসেন।

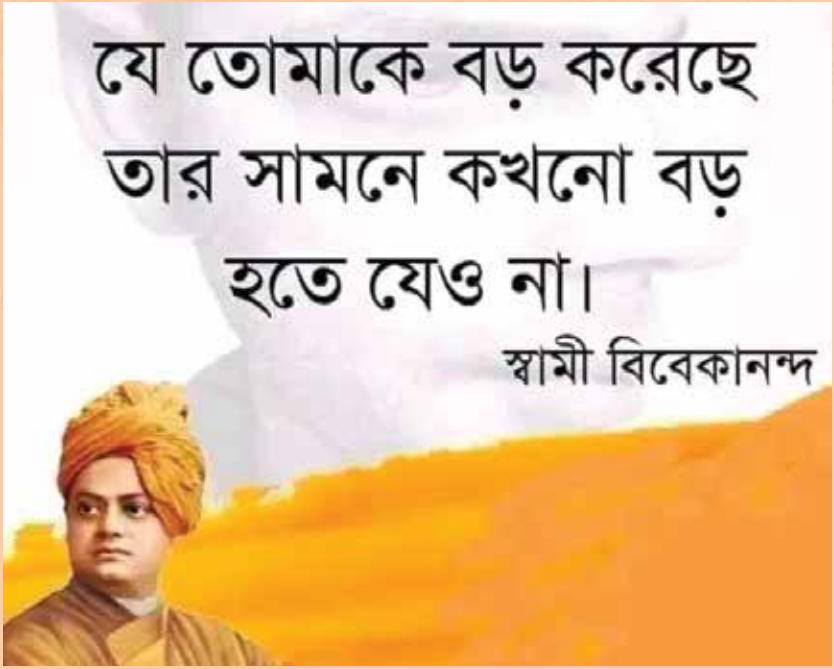

যাঁরা তীর্থযাত্রী হলেন

Uday Shankar Chakraborty
Kurigram
Passport: EE0857699
Mobile: 01715011136

Shipra Rani Chakraborty
Kurigram
Passport: A06374859
Mobile: 01715011136

Asit Kumar Chakravorty
Faridpur
Passport: A06057488
Mobile: 01711737044

Kazal Chakravorty
Faridpur
Passport: A06061214
Mobile: 01715107693

Sree Konok Chandro Pal
Kurigram
Passport: A05627097
Mobile: 01764889958

Priyatosh Saha
Mymensingh
Passport: EG0357874
Mobile: 01713167765

Paltu Lal Bepari
Pirojpur
Passport: A03792489
Mobile: 01916019405

Prosenjit Biswas
Pirojpur
Passport: A11900754
Mobile: 01796576017

Subodh Chandra Dhali
Pirojpur
Passport: A03582146
Mobile: 01712026068

Baby Rani Mandal
Pirojpur
Passport: A03584267
Mobile: 01552311442

Malabika Samadder
Pirojpur
Passport: A00655920
Mobile: 01714107400

Bonosre Chowdhury
Sylhet
Passport: A07496658
Mobile: 01712758525

Krishna Talokder Kanika
Sylhet
Passport: B00184138
Mobile: 01711275865

Anita Rani Haldar
Barisal
Passport: B00578032
Mobile: 01719781776

Usha Rani Das
Dhaka
Passport: B00615498
Mobile: 01720220469

Abinash Chandra Mandal
Manikgonj
Passport: A068257744
Mobile: 01711184101

Rekha Rani Sarker
Manikgonj
Passport: A06825745
Mobile: 01935478530

Dr. Mahadeb Chandra Mandal
Dhaka
Passport: A07736587
Mobile: 01712025007

Abir Mandal
Dhaka
Passport: A07802109
Mobile: 018185490

Swapan Chandra Paul
Luxmipur
Passport: A03986184
Mobile: 01715406545

Kanika Paul
Luxmipur
Passport: A03986183
Mobile: 01711323173

Suhash Chandra Pal
Dhaka
Passport: EG0310188
Mobile: 01715520533

Asish Kumar Pal
Dhaka
Passport: A05368023
Mobile: 01713121579

Nibaran Chandra Das
Habiganj
Passport: A11533508
Mobile: 01733140525

Gitosree Roy Chowdhury
Habiganj
Passport: A11285387
Mobile: 01714628432

Arun Prokash Sikder
Magura
Passport: EG0549840
Mobile: 01676997647

Pran Krishna Day
Barisal
Passport: A07652789
Mobile: 01712580389

Tapan Kumar Bapari
Pirojpur
Passport: A13710560
Mobile: 01915834333

Sushil Kumar Sazzal
Barisal
Passport: BQ0708222
Mobile: 01715164614

Gouranga Dey
Chattogram
Passport: BP0500325
Mobile: 01713 012705

Smriti Dey
Chattogram
Passport: A00750160
Mobile: 01685 239140

তীর্থযাত্রায় যাঁরা গাইডের দায়িত্ব পালন করবেন

Sanjoy Bhattaceryya
Barisal
Passport: A02084256
Mobile: 01715313445

Swpnil Barai
Gopalganj
Passport: A02561367
Mobile: 01937597297

তীর্থযাত্রীদের জন্য অনুসরণীয়

- তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকল তীর্থযাত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ থাকতে হবে।
- তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলকে তার ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় মালামাল, শীতবস্ত্রসহ ব্যবহৃত কাপড়চোপড় ও অন্যান্য সামগ্রী নিজ দায়িত্বে সঙ্গে রাখতে হবে।
- নিজে বহন করা যায় এমন লাগেজ/ব্যাগ সঙ্গে আনতে হবে।
- প্রত্যেক তীর্থযাত্রী গাইডের পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুসরণ করবেন।
- তীর্থ ভ্রমণকালে ধুমপানসহ নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন।
- তীর্থযাত্রীদের সকলকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাগ, আই ডি কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।
- সকল তীর্থযাত্রীকে সময় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।
- তীর্থ ভ্রমণকালে কোন সাময়িক অসুবিধা বা বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হলে তা সংশ্লিষ্ট গাইডকে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হবে।
- মহিলা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ তীর্থযাত্রীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক অগ্রাধিকারভিত্তিক সহযোগিতামূলক আচরণ করতে হবে।
- ভ্রমণকালে অন্যের বিরক্তির কারণ হয় এমন কোন আচরণ বা কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধানসহ কথায় এবং আচরণে ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে।
- যোগাযোগের সুবিধার্থে সকল তীর্থযাত্রীর নিজস্ব মোবাইল থাকতে হবে।
- তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণ, থাকা, খাওয়া তীর্থস্থান পরিদর্শনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট কর্তৃক পরিচালিত হবে।
- সকলকে সুশৃংখল ও ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে চলতে হবে এবং অপরের মত ও কাজকে সম্মান করতে হবে। কোন বিতর্কে জড়ানো যাবে না।
- কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন তীর্থযাত্রী অন্যত্র রাত্রিযাপন করতে পারবেন না।
- কোন তীর্থযাত্রী শারীরিক কোন অসুবিধা বা অস্বস্তি অনুভব করলে তা সাথে সাথে গাইড বা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং তীর্থযাত্রীর প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র সাথে রাখতে হবে।
- সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।